০৩. বিমানবন্দর কাস্টমস

- মূলত ২ (দুই) টি ইউনিট
- বিমানবন্দর ইউনিট (বিমান যাত্রী এবং ব্যাগেজ সংক্রান্ত)।
- এয়ারফ্রেইট ইউনিট (বিমান কার্গো সংক্রান্ত)
- এয়ারফ্রেইট ইউনিটে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে শুল্কায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ৯ কেজি ৪৫৯ গ্রাম স্বর্ণ (মূল্য আনুমানিক ৪,০৬,০০,০০০ টাকা) এবং ৫,৮৩৪ মিনি কার্টন সিগারেট আটক করেছেন।

০৪. প্রাইভেট আইসিডি কাস্টমস (অফডক)

- কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের অধীনে ১৮টি প্রাইভেট আইসিডি রয়েছে। ০৭ টি আইসিডিতে পরীক্ষণ ও এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে শুল্কায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে
- রপ্তানিতব্য কার্গোসমূহ প্রাইভেট আইসিডিতে স্টাফিং করা হয়।
- অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি পণ্যের (যেমন ঃ পশু খাদ্য, তুলা, চাল, ডাল, ভুট্টা, স্ক্র্যাপ, ওয়েস্ট পেপার) আইসিডিসমূহতে পরীক্ষণ করা হয়।

০৫. ইপিজেড কাস্টমস

- প্রধান কাজ হল শতভাগ রপ্তনিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য শুল্কায়ন করা। (এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মাধ্যমে)
- ইপিজেডভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য চালানসমূহের শুল্কায়নও ইপিজেডে সপন্ন হয়।
- কায়িক পরীক্ষা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক করা হয়।

০৬. রামেজ এন্ড "এফ" ডিভিশন

- রামেজ এবং এফ ডিভিশন জল এবং স্থলে চোরাচালান বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এফ ডিভিশনে পদস্ত কর্মকর্তাগণ বন্দরের সীমানার বাইরে নোঙ্গর করা জাহাজে চোরাচালান রোধে সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন।

০৭.কাস্টমস নিলাম

- কাস্টমস বন্ডেড এলাকায় সংরক্ষিত নিলামযোগ্য পণ্যসমূহের নিলাম কার্যক্রম আইন অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়।
- The Customs Act, 1969 অনুযায়ী বন্দরে পণ্য আগমনের ৩০ দিনের মধ্যে পণ্যের খালাস গ্রহণ না করলে আমদানিকারককে ২ বার পণ্য খালাসের নোটিশ দেয়ার পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত নীতিমালাতে বর্ণিত পন্থা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে এসব পণ্য নিলাম প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা হয়।

০৮ রাসায়নিক পরীক্ষাগার

- আমদানিকৃত কতিপয় পণ্যের নমুনা উত্তোলনপূর্বক পণ্যের সঠিকতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কাস্টম হাউস চট্টগ্রামের নিজস্ব রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ল্যাব টেস্ট করা হয়।
- প্রায় সকল পণ্যের রাসায়নিক পরীক্ষা ঐ ল্যাবে করা যায়।

অটোমেশন এবং ডিজিটালাইজেশন

- ১৯৯৫ সালে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামে এ্যাসাইকুডা ভার্সন-২ এর মাধ্যমে অটোমেশন এর কার্যক্রম শুরু হয়।
- ২০০২ সালে ভার্সন-২ হতে ASYCUDA++ এ উন্নীত করা হয়।
- সর্বশেষ সংস্করণ ASYCUDA WORLD এর ব্যবহার শুরু হয় ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর এ।
- এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ওয়েবভিত্তিক হওয়ার কারণে পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে ব্যবহারের এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সকল সেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রশিক্ষণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

- নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ASYCUDA WORLD & IT Training
- কাস্টমস এর বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

আধুনিক ব্যবস্থাপনার সুফল

- Automation & Intelligent Risk Management এর প্রয়োগ।
- Post Clearance Audit এর প্রয়োগ।
- Tangible Achivement ভিত্তিক Perpormance
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ASYCUDA WORLD system Audit
- Post clearance Audit
- Write off Bill of Lading
- Automated Risk Management
- Automated E-Auction.
- E-EGM & E-Payment.

সিটিজেন চার্টার

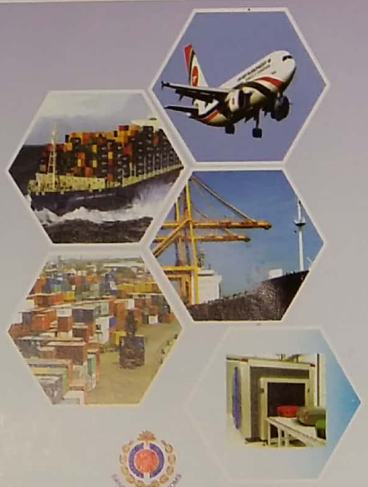

কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,
অর্থমন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ফোন ঃ +৮৮০৩১-৭১৩৯১৮, ফ্যাক্স ঃ +৮৮০৩১-৭১৩৯৮৮
ই-মেইল ঃ customhousectg@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ http://www.chc.gov.bd

Scanned by CamScanner

ইতিহাস

- খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে চট্টগ্রাম বন্দরের যাত্রা শুরু হয়।
- ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করা শুরু করে।
- ব্রিটিশ ভারতে "পোর্ট কমিশনার্স এ্যাক্ট, ১৮৮৭" অনুযায়ী বন্দরের ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়।
- কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম- এর বর্তমান ত্রিতলা বিশিষ্ট ভবনটি নির্মিত হয় ১৯৬২ সালে।

আমাদের লক্ষ্য (Vision)

- কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক মানের শুল্ক ভবনে উন্নীতকরণ।
- আইনানুগ (Legitimate) রাজস্ব আদায়।
- বাণিজ্য সহজীকরণ।
- অভ্যন্তরীণ শিল্প সংরক্ষণ।
- পরিবেশ ও সমাজকে সুরক্ষা প্রদান।
- পুর্ণাঙ্গ অটোমেশন চালুকরণ।

রূপকল্প ২০২১ (Mission)

- সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম অধিক রাজস্ব আহরণ, বাণিজ্য সহজীকরণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং দেশীয় শিল্প বিকাশের মাধ্যমে এই রূপকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর।

কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম এর প্রধান কার্যাবলী

- আইনানুগ (Legitimate) ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন।
- জনকল্যাণে রাজস্ব আহরণ।
- চোরাচালান এবং রাজস্ব ফাঁকি রোধ।
- মাদক, অস্ত্র অথবা পরিবেশ/মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের প্রবেশ রোধ।
- তেজস্ক্রীয় এবং পারমানবিক পদার্থের অবৈধ চলাচল নিয়ন্ত্রণ।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান তৈরী।

রাজস্ব আহরণের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫টি পণ্য (১৬-১৭)

- হাইস্পিড ডিজেল
- মোটর গাড়ী
- মোটর সাইকেল
- রেফ্রিজারেটর
- পরিশোধিত পাম অয়েল।

রাজস্ব আহরণ পরিসংখ্যান

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৩৯,৬২২.০৭ কোটি টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা (মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত) ২৮,০৮৭.২৮ কোটি টাকা
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আদায়কৃত রাজস্ব (মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত) ২৬,৮১৯.৩০ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১৯.৩৭%। (যা বিগত পাঁচ অর্থবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ
- কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামে প্রতিদিন আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ১০০-২০০ কোটি টাকা।

রপ্তানিতে শীর্ষ ০৫ (পাঁচ) টি পণ্য

- তৈরী পোষাক
- পাট/পাটজাত পণ্য
- স্টিল স্ক্র্যাপ এবং স্ল্যাগ
- পোর্ট ল্যান্ড সিমেন্ট
- প্লাষ্টিক স্ক্র্যাপ

প্রধান প্রধান স্টেকহোল্ডার

- কাস্টমস ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট
- শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট, বিকডা
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
- বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ
- চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ
- বিজিএমইএ/বিকেএমইএ
- বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন
- বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড
- বাংলাদেশ নৌবাহিনী
- সিভিল এভিয়েশন
- বাংলাদেশ বিমান

আমদানি- রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

- LC & LCA
- Invoice/packing List
- Vat Registration Certificate
- Bill of Lading/Bill of Exchange
- IRC/ERC
- Country of Origin
- Insurance
- PRC
- EXP
- UD
- UDA
- BSTI
- Special Documents: (Radiation, Chemical Analysis, Plant Quarantine, BTRC Certificate, Drug & Explosives NOC)

প্রধান প্রধান শাখাসমূহ

- শুল্কায়ন গ্রুপসমূহ
- জেটি কাস্টমস
- বিমান বন্দর কাস্টমস
- প্রাইভেট আইসিডিসমূহ
- ইপিজেড কাস্টমস
- রামেজ এবং এফ ডিভিশন
- নিলাম শাখা
- রাসায়নিক পরীক্ষাগার।

০১. শুল্কায়ন গ্রুপসমূহ

- কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামে ২১টি আমদানি ও ৬টি রপ্তানি শুল্কায়ন গ্রুপ রয়েছে।
- Bangladesh Customs Tariff (BCT) এর অধ্যায় অনুযায়ী শুল্কায়ন সেকশনসমূহকে বিভাজন করা হয়েছে।
- আমদানি ও রপ্তানিতব্য পণ্যের মূল্য নিরূপনসহ শুল্কায়ন করা।
- আমদানি সেকশন-১২-১৬ (সাবটিমসমূহ) বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য চালানসমূহের শুল্কায়ন করা হয়। প্রতিটি শুল্কায়ন সেকশনের প্রধান হিসেবে একজন ডেপুটি/সহকারী কমিশনার পদস্থ আছেন তার অধীনে ৩-৪ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং একজন রাজস্ব কর্মকর্তা কর্মরত থাকেন।

০২. জেটি কাস্টমস

- পণ্য পরীক্ষণ
- আনস্টাফিং ডিভিশন
- গেইট ডিভিশন
- স্ক্যানিং ডিভিশন
- মেগাপোর্ট ইনিশিয়েটিভস
- ইউ ব্যাগেজ ডিভিশন
- পোস্টাল শুল্কায়ন ডিভিশন
- পণ্য পরীক্ষা অর্থাৎ ঘোষণা অনুযায়ী (বিবরণ, পরিমান, ওজন, উৎস দেশ প্রভৃতি) পণ্য আমদানি হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতকরণ।

Scanned by CamScanner